

প্রাক- প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম, ২০২১

[৬মাস -৬ বছর]

(খসড়া)



২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুখবন্ধ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (২০১৭)-এর ৪নং অভীষ্টে সকল বয়সী মানুষের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণের কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্য তার প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা নিশ্চিত করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের উপরই নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতি। এ জন্য শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্রে শিশুদের প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ, যার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর স্কুল পূর্ববর্তী শিক্ষা ও বিকাশ নিশ্চিত করা। তবে ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে বর্তমানে চলমান শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্রগুলোতে শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নত কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কিন্তু শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা নিয়ে একদিকে যেমন পিতামাতা বা অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন থাকেন, অপরদিকে দিবাযাত্র কেন্দ্রের প্রশাসনিক কর্মচারীরাও শিশুর দায়িত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, কারন শিশু প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষায় দিবাযাত্র কেন্দ্রের অবদান অপরিসীম। শিশুরা তার দিনের অর্ধভাগ সময়ই দিবাযাত্র কেন্দ্রে অবস্থান করে। তাই বর্তমান ব্যবস্থাপনায় শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্রে শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্রে শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার মূল কেন্দ্রে রয়েছে একজন শিক্ষিকা। এছাড়াও দিবাযাত্র কেন্দ্রের প্রত্যেক কর্মচারীই শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। শিশুর অক্ষরজ্ঞান, ছবি দেখে শেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা নিশ্চিত করায় দিবাযাত্র কেন্দ্রের সকল কর্মচারী সর্বদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আশা করি, শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষায় নির্দেশিকাটি সকলকে সহায়তা করবে। প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশনায় যারা গবেষণা করে এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচন ও পর্যালোচনায় সহযোগীতা করেছে, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পিতামাতা বা অভিভাবকদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষায় এই নির্দেশিকাটি সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপালনের প্রত্যাশা রইলো।

শবনম মোস্তারী
প্রকল্প পরিচালক

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মূল্যবান, যত্নবান, সুরক্ষিত

সূচিপত্র		
ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	১
২	শিশুদের বয়সের শ্রেণীবিভাগ	২
৩	বিভিন্ন বয়সগ্রুপ অনুযায়ী শিশুর বিকাশের জন্য শিখন কার্যক্রম পরিকল্পনা	৩-৯
৪	উদ্দীপনামূলক পর্যায় (০৬মাস-১২ মাস)	৩
৫	শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহ	৩
৬	শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রম	৩
৭	শারীরিক বিকাশ	৩
৮	আবেগিক বিকাশ	৪
৯	মানসিক বিকাশ	৪
১০	ভাষাগত বিকাশ	৪
১১	প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (১২ মাস -৩০ মাস)	৫
১২	শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহ	৫
১৩	শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রম	৫
১৪	শারীরিক বিকাশ	৫
১৫	আবেগিক বিকাশ	৫
১৬	ভাষাগত বিকাশ	৫
১৭	বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	৬
১৮	প্রারম্ভিক উদ্দীপনামূলক পর্যায় (৩০ মাস -৪৮ মাস)	৬
১৯	শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহ	৬
২০	শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রম	৭
২১	শারীরিক বিকাশ	৭
২২	আবেগিক বিকাশ	৭
২৩	ভাষাগত বিকাশ	৭
২৪	বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	৭
২৫	সামাজিক বিকাশ	৮
২৬	প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায় (৪ বছর -৬ বছর)	৮
২৭	শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহ	৮
২৮	শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রম	৮
২৯	সামাজিক বিকাশ	৮
৩০	ভাষাগত বিকাশ	৯
৩১	বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	৯

ভূমিকা

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে গভীর যোগসূত্র রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে নারীদের নিশ্চিত কর্মক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে “মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর” কর্তৃক ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প” একটি অত্যন্ত সমন্বিত যোগাযোগী ও প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগ। শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাক-প্রারম্ভিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জন্মের পর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত শিশুরা প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিমীম। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রারম্ভিক শৈশবের শক্ত ভিত তৈরি করতে ছয় মাস থেকেই শিশুদের প্রাক-প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষানীতিতে অনেক বছর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়নি। ২০০৮ সালে প্রথম প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন গাইডলাইন ও নীতিমালা সমন্বিত প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো গঠন করা হয়। এই নীতিতে শুধুমাত্র ৩ বছর থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ০৫ বছর থেকে ০৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং কেবল মাত্র তাদের জন্য পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। একটি শিশুর সার্বিক বিকাশ মূলত জন্মের পর থেকেই শুরু হয় বলে কেবল ০৫ বছর বয়সী শিশুদের নয় বরং ০৬ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সের শিশুদের জন্য উপযুক্ত প্রাক-প্রারম্ভিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। দিবাযত্ন কেন্দ্র গুলোতে শিশুদের এই গুরুত্বপূর্ণ ৬টি বছর অতিবাহিত হয় বিধায় দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে।

১৯৯১ সাল থেকে আমাদের দেশে দিবাযত্ন কেন্দ্র গুলো চালু হলেও এসব কেন্দ্রে ০৬ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়নি। সেকারণে এসব দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ সাধিত হয় এমন আদর্শমানের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়াও কেন্দ্র গুলিতে যে চিরাচরিত পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয় সেসব শিক্ষা গ্রহণে তারা আগ্রহী নয় ও আনন্দ পায় না।

জাতিসংঘের শিশু সনদ এবং এসডিজি অনুসারে শিশুদের সর্বোত্তম প্রারম্ভিক শিক্ষা ও যত্ন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যেহেতু আমাদের দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলো যত্ন ও শিক্ষা উভয় সরবরাহ করে এবং বর্তমানে সরকারি ভাবে দিবাযত্ন কেন্দ্র গুলোই একমাত্র প্রধান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে তাই প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। এই বিষয়টি মাথায় রেখে শিশুদের ০৬ মাস থেকে ০৬ বছর পর্যন্ত প্রসারিত বিকাশের ধারাবাহিকতায় যে ধরনের দক্ষতা অর্জনের প্রত্যাশা করা হয় সেই অনুযায়ী একটি পাঠ্যক্রম তৈরীর জন্য শিশুদের বিকাশ এবং শিক্ষা সম্পর্কে একাধিক প্রশ্নের উৎস পর্যালোচনা করে এবং কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশগুলির প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনার ফলাফল গুলো থেকে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো গ্রহণ করা হয়ঃ

- শিশুর ক্রমাগত বিকাশ পাঠ্যক্রমের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান।
- শিশুর ক্রমাগত বিকাশের কোনটা আগে কোনটা পরে শিখবে এবং কিভাবে তারা কার্যকরভাবে শিখবে তারা জেনে পাঠ্যক্রম তৈরী করা।
- খেলা প্রারম্ভিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যা শিশুদের প্রাকৃতিক কৌতূহল এবং উচ্ছাসকে বৃদ্ধি করে।
- শিশুর বিকাশ কে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা যা আমাদেরকে শিশুর বিকাশের নির্দিষ্ট দিকগুলো সম্পর্কে ভাবতে ও ধারণা ভাগ করে নিতে সহায়তা করে।
- শিশু বিকাশকে ধারাবাহিকভাবে ভাগ করে পাঠ্যক্রম তৈরি করা, যেমনঃ শিশু হাঁটার আগে, দৌড়ানোর আগে বসতে পারে, কথা বলার আগে তোতলায়, হাতে লেখার আগে এলোমেলোভাবে আঁকতে শেখা ইত্যাদি।

শিশুদের বয়সের শ্রেণীবিভাগ

স্নায়ুবিজ্ঞান এবং পরীক্ষামূলক উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞান একত্রিত হয়ে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের কোন সময়কালকে সংকটময় সময়কাল বলা হবে তার একটি ভাল সংজ্ঞা দিয়েছে। শিশুর জন্মের পর থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত ৭ টি ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সংকটময় কাল দেখা দিতে পারে। সেগুলো হলো চোখের দৃষ্টি, আবেগীয় নিয়ন্ত্রন, সাড়া প্রদানের ক্ষমতা, সমবয়সী সামাজিক দক্ষতা, জ্ঞানীয় দক্ষতা (ভাষা, প্রতীক, আপেক্ষিক পরিমাণ)। নিম্নের চিত্রটি মস্তিষ্ক বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপের কিছু ক্ষেত্রের জন্য কোন বয়স সংকটকাল সময় তা দেখানো হলো।



এখানে, শূণ্য থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত ৪টি সংকটময় কাল দেখা দিতে পারে। যেমন দৃষ্টিশক্তি, আবেগ নিয়ন্ত্রন, প্রতিক্রিয়া প্রকাশের অভ্যাসগত দিক ও ভাষার দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিতে পারে। শিশুরা যেন এসব বিকাশে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের পাঠ্যক্রম তৈরি করেছি। ১৮ মাস - ৩০ মাস বয়সে ১টি ক্ষেত্রে সংকটময় কাল দেখা দেয়। এ সময়ে শিশুরা বিভিন্ন প্রতিক বা চিহ্ন বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। ৩৬-৪৮ মাস বছর বয়সে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির সংকটময় কাল এবং ৪-৬ বছর বয়সে আপেক্ষিক পরিমাণ বোঝার সংকটময় কাল দেখা দেয়।

দেখা যায়, মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য সংকটময় সময়কালের বেশিরভাগ ৬ বছর বয়সে শেষ বা অদৃশ্য হয়ে যায়। ভাল লালন-পালনের মাধ্যমে ইতিবাচক সংবেদক উদ্দীপনা শিশুর উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি, আবেগ নিয়ন্ত্রন, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সামাজিক, ভাষাগত ও জ্ঞানীয় দক্ষতা অর্জনে মস্তিষ্কের ক্ষমতা জোরদার করতে সহায়তা করে। এই কাজগুলো করার জন্য মস্তিষ্কের যেসব স্নায়ুকোষগুলোর জড়িত তার সম্পূর্ণ বিকাশ সংকটময় সময়ে না হলে মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিকাশ অর্জন করা কঠিন হতে পারে। যদি সংকটময় সময়কালের মধ্যে শিশুকে চরম অবহেলা করা হয়ে থাকে তবে গুরুতর প্রভাবগুলি থেকে শিশুকে পরে রক্ষা করা খুব কঠিন হতে পারে। যেমন দৃষ্টির ক্ষেত্রে একবার সংকটময় সময় পেরিয়ে গেলে সাধারন দৃষ্টি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে যে, প্রাথমিক সংবেদনশীল উদ্দীপনার গুণাগুণ চিন্তা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রন করতে মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এই পাঠ্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর এসব সংকটময়কালকে অতিক্রম করে তাদের শারীরিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক বা মানসিক বিকাশের সম্ভাবনা সর্বোত্তম উপায়ে অর্জন করা। এটি শিশুদের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও খেলা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষিকা ও যত্নকারীদের সাহায্য করবে।

আমাদের পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম তৈরির প্রেক্ষিতে শিশুদের বয়সকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ-

- ১। প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায় (৬ - ১২ মাস)
- ২। প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (১২ মাস - ৩০ মাস)
- ৩। প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (৩০ মাস - ৪৮ মাস)
- ৪। প্রাক-প্রাথমিক শিখন পর্যায় (০৪ - ০৬ বছর)

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত পাঠ্যক্রমটি শিশুদের বিকাশ ও প্রারম্ভিক শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম যা শিশুর শিক্ষা জীবনের একটি সুন্দর সূচনা করবে।

বিভিন্ন বয়সগ্রুপ অনুযায়ী শিশুর বিকাশের জন্য শিখন কার্যক্রম পরিকল্পনা

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিষয়ক গবেষণা থেকে জানা যায়, মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ভ্রূণাবস্থা থেকেই শুরু হয় এবং শিশুর প্রথম তিন বছরে এই বিকাশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে। শিশুর বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যাৱশ্যক। শিশু বিকাশের এই কালপর্বে মস্তিষ্ক এতটাই সংবেদনশীল থাকে যে, এ সময়ে শিশুর জীবন যদি অবহেলা, নির্যাতন, ক্ষুধা কিংবা অন্য কোন দুর্দশায় আক্রান্ত হয়, তখন শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর বয়স, সামর্থ্য ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দিবাযাত্র কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ নির্ধারণ করা দরকার। এজন্য দিবাযাত্র কেন্দ্রের ০৬ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সের বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কাজ, বিকাশ ও শিখনমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। আর তাই আমাদের দিবাযাত্র কেন্দ্রে শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক বিকাশের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত বয়স অনুযায়ী শিখন কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

উদ্দীপনামূলক পর্যায় (০৬মাস-১২ মাস)

শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহ

- বসতে, কিছু ধরে দাঁড়াতে পারবে,হামাগুড়ি দেওয়া শিখবেকিছু ধরে হাঁটবে, সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারবে;
- নিকটবর্তী দূরত্বের কোন জিনিস ধরতে পারবে;
- চোখ,নাক,কান,গলা,জিহ্বা ব্যবহার করতে পারবে এবং;
- পেটের উপর ভর করে শোয়া ও বুলানো বস্তু ধরতে পারবে;
- ছোট ছোট শব্দ বা ইশারা রপ্ত করে অন্যের মনযোগ আকর্ষণ করে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে;
- খুশি হলে হাসবে, দুঃখ পেলে কাঁদা, রাগ প্রকাশের সঠিক ভঙ্গিমা রপ্ত করতে ও প্রয়োগ করতে শিখবে।
- চারপাশের সবকিছু অনুকরণ করবে ও নিজে অন্যের সাথে খেলাধুলায় অংশ নিবে ও উপভোগ করতে পারবে।
- স্থির ও চলমান বস্তুর পার্থক্য বুঝবে, লুকায়িত বস্তুকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।



শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রমঃ

বিকাশের ক্ষেত্র	শিখন কার্যক্রম	শিখনফল
শারীরিক বিকাশ	কোন ফল বা খাবার নিজে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গিতে গ্রহণ করে শিশুকে সেই খাবার খেতে আগ্রহী করা।	শিশু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের দক্ষতা তৈরি হবে।
	০৬-০৯ মাসের শিশুদের জন্য স্পর্শ করে খেলার ব্যবস্থা করা। যেমনঃ শিশুকে শুষিয়ে দিয়ে রঙিন	শিশুর চোখ ও হাতের সমন্বয় দক্ষতা বাড়বে। যত্নকারীর সঙ্গে শিশুর নিবিড়

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মূল্যবান, যত্নবান, সুরক্ষিত

	কাপড় সামনে ধরে শিশুকে কাপড়টি ধরতে উৎসাহিত করা এবং হাসিমুখে বলা, “দেখোতো বাবু-এটা কী? তুমি কি এটা ধরতে চাও? ধরো তো দেখি। এভাবে ২/৩ বার ধরতে দেওয়া এবং ধরতে পারলে প্রশংসা করা। ■ ফেনা দিয়ে বাবল তৈরি করে খেলা করা এবং শিশুকে তা ধরতে উৎসাহিত করা।	সম্পর্ক তৈরি করবে। ■ এতে শিশুর উভয় চোখের সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
আবেগিক বিকাশ	শিশুর সাথে অনুকরণমূলক খেলা করা, যেমনঃ ‘যা করি তাই করো’ খেলা। শিশুর সামনে তালি দিয়ে শিশুকে তালি দিতে উৎসাহিত করা ও অনুরূপ তালি দেওয়ার চেষ্টা করতে বলা। এরপর শিশু যদি তালি না দেয় তাহলে হাত ধরে তালি দিতে উৎসাহিত করা হয়।	■ শিশুর অনুকরণ করার দক্ষতা তৈরি হয়। ■ যত্নকারীর সঙ্গে শিশুর নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। ■ আনন্দ লাভ করবে।
মানসিক বিকাশ	■ শিশুর চোখে চোখে কথা বলা ও কথা বলার সময় হাস্যোজ্জ্বলভাবে কথা বলা। ■ শিশুর দু’হাতে দু’টি খেলনা দিয়ে তারপর আরও একটি খেলনা শিশুর সামনে দেওয়া। তখন তৃতীয় খেলনা নেওয়ার আগ্রহ দেখাবে। এক্ষেত্রে শিশু একটি ফেলে অন্যটি নেবে। এভাবে শিশুর নিজের পছন্দ ও চিন্তার সুযোগ দেওয়া।	■ শিশুর পছন্দ -অপছন্দ করার ক্ষমতা তৈরি হয়। ■ অনুকরণ করতে শিখবে।
ভাষাগত বিকাশ	■ শিশুর সাথে বিভিন্ন কথা বলা। যেমন “এটা তোমার নাক, আমি তোমার নাক পছন্দ করি”। এরপর, চোখে হাত দিয়ে বলা, “এটা তোমার চোখ ,আমি তোমার চোখ পছন্দ করি। ■ খাবার খাওয়ানোর সময় খাবারের নাম বলে বলে খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করা। এতে শিশু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হবে।	■ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম শুনে সাড়া দিতে শিখবে। ■ পরিচিত শব্দ সম্পর্কে জানবে।

প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (১২ মাস -৩০ মাস)

শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহঃ

- সাহায্য ছাড়া উপর হয়ে বসতে পারা, হাত ও হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিতে পারবে এবং দাঁড়াতে পারবে;
- হাতের তালু ও একটা আঙুল দিয়ে কিছু ধরতে পারবে, নিজে নিজে খেতে চেষ্টা করতে শিখবে;
- মনোযোগ পাবার জন্য বিভিন্ন শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি করতে পারবে;
- এলোমেলো বিভিন্ন শব্দ করতে পারবে বা আধো আধো কথা বলার চেষ্টা করতে পারবে। ‘না’ শব্দের ব্যবহার করতে পছন্দ করবে;
- সহজ নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে;
- অন্যের আচরণ অনুকরণের চেষ্টা করতে পারবে;
- নিজের নাম জানবে, নিজের খেলনা চিনবে ও গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করবে।
- কল্পনা করে খেলতে পারবে;
- শিশু বাবা,মা, ভাই-বোন,খেলার সাথী ও ডে-কেয়ার এর স্টাফদের কাকে কি বলে ডাকতে হবে তা শিখে ফেলে। নিজের পরিচিত আপনজনের সংস্পর্শ পেতে পছন্দ করবে।



শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রমঃ

বিকাশের ক্ষেত্র	শিখন কার্যক্রম	শিখনফল
শারীরিক বিকাশ	শিশুরা কঁধে হাত রেখে একজন আরেকজনের পিছনে সবাই মিলে গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে ‘১’ বলার পর আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করবে। ‘২’ বলার পর শিশুরা জোরে হাঁটা শুরু করবে। ‘৩’ বলার পর শিশুরা পুনরায় আস্তে হাঁটবে। ‘৪’ বলার পর শিশুরা থেমে যাবে।	■ শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হবে; ■ হাতের পেশী সবল হবে; ■ মস্তিষ্কের কাজের ক্ষমতা বাড়বে।
আবেগিক বিকাশ	শিশুদের গোল করে বসিয়ে নিয়ে বলা- ‘যত্নকারী অভিনয় করবে ও শিশুদের তা করতে বলবে’। এরপর শিশুকে তার ইচ্ছেমতো ভঙ্গি করতে বলবে। অন্যদেরও ঐ শিশুর ভঙ্গি অনুকরণ করতে বলা হয়।	■ একসাথে কাজ করার মনোভাব তৈরি হবে; ■ সহযোগিতা মনোভাব গড়ে উঠবে; ■ অনুকরণ করতে শিখবে।
ভাষাগত বিকাশ	■ বিভিন্ন ধরনের শব্দ নিয়ে শিশুর সাথে খেলা করা। যেমনঃ পশু-পাখির ডাক, পানির শব্দ, মেঘের ডাক, বৃষ্টির শব্দ,	■ নতুন শব্দ জানবে; ■ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবে;

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মূল্যবান, যত্নবান, সুরক্ষিত

	রেলগাড়ির শব্দ ইত্যাদি। শিশুদের গলার স্বর পরিবর্তন করে বিভিন্ন পশু-পাখির ডাক অনুকরণ করতে উৎসাহিত করা, যেমনঃ বিড়াল, গরু, বাঘ, সিংহ, টিকটিকি ইত্যাদি ডাক।	স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্যভাবে কথা বলতে পারবে।
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	- স্পর্শ করে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি হয় এমন জিনিস স্পর্শ করতে উৎসাহিত করা। যত্নকারীরা বিভিন্ন ধরনের নরম, শক্ত, খসখসে, মসৃণ খেলনা দিয়ে তা ধরে অনুভব করতে উৎসাহিত করা। - বল দিয়ে ছোড়াছুড়ি খেলা করা। - শিশুকে গল্প বলা ও গান কিংবা ছড়া শোনানো, নাচ করা।	- বিভিন্ন আকার-আকৃতি বুঝতে শিখবে। - বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ তৈরি হয়।



প্রারম্ভিক উদ্দীপনামূলক পর্যায় (৩০ মাস -৪৮ মাস)

শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহঃ

- শিশুরা দৌড়াতে, উড়তে, লাফাতে, গড়াগড়ি করতে পারবে। নিজের কাজ নিজে করতে পারবে। হাতে পেনসিল বা কলম ধরতে পারবে।
- শিশুরা বিভিন্ন গল্প বলার মাধ্যমে নিজের আবেগ প্রকাশ করতে পারবে। বড়দের আচরণকে অনুকরণ করতে পারবে। নিজের পছন্দ অপছন্দ বলতে পারবে। কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবে। নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হবে।
- গল্প বলতে পারবে, ছড়া, গান করতে পারবে। আখো বাক্যে কথা বলতে পারবে। শরীরের সকল অঙ্গের নাম বলতে পারবে। কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির কথা বলতে পারবে। ছবি দেখে বস্তুর নাম বলতে পারবে।



শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মূল্যবান, যত্নবান, সুরক্ষিত

- নিজ বয়সী শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতে পারবে। বিভিন্ন সম্বোধনমূলক শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে। নতুন পরিবেশে নিজে থেকে খাপ খাওয়াতে শিখবে।
- বিভিন্ন ছবি দেখে একই জিনিস বের করতে পারবে। বিভিন্ন পরিবর্তন বুঝতে পারবে। বিভিন্ন সৃজনশীল করতে পারবে। বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে গল্প বলতে পারবে।



শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রমঃ

বিকাশের ক্ষেত্র	শিখন কার্যক্রম	শিখনফল
শারীরিক বিকাশ	■ লম্বা লাইন হয়ে দাঁড়িয়ে পাখির মতো উড়তে বলা হয়। ■ শিশুরা লাইন হয়ে দাঁড়াবে, তারপর যত্নকারী '১' বললে শিশুরা দুই পাশে হাত প্রসারিত করবে। '২' বললে মাথার সোজা উপরে হাত তুলবে। '৩' বললে শিশুরা আবার দুই পাশে হাত প্রসারিত করবে। '৪' বললে হাত নিচে দাঁড়াবে।	■ শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হবে; ■ হাত ও ঘাড়ের পেশী সবল হবে; ■ মস্তিষ্কের কাজের ক্ষমতা বাড়বে; ■ শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হবে।
আবেগিক বিকাশ	■ যত্নকারীরা শিশুদের সাথে গোল হয়ে বসে প্রথমে নিজে অভিনয় করে কোন দৈনন্দিন কাজ করে দেখাবে। যেমনঃ দাঁত ব্রাশ করা, জামা পড়া, গোসল করা, রান্না করা প্রভৃতি। তারপর একে একে প্রত্যেকে অভিনয় করে দেখাবে ও প্রতিটি শিশুদের প্রশ্ন করে জানা কে কি করছে, অন্য শিশুরা বলার পর উক্ত শিশুর কাছে শোনা সে কি অভিনয় করলো। শিশুকে মূকাভিনয় করার জন্য তালি দিয়ে উৎসাহিত করা।	■ জড়তামুক্ত হবে ও আনন্দ লাভ করবে। ■ কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে; ■ অনুকরণ করতে শিখবে; ■ সৃজনশীল হয়ে উঠবে।
ভাষাগত বিকাশ	■ শিক্ষিকা বা যত্নকারী শিশুদের পরিচিত বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে তার সাথে মিলিয়ে বাক্য বলা, যেমনঃ 'আম' উচ্চারণ করে বলা- 'আমটি আমি খাবো পেড়ে'। এরকম আরও নানা শব্দ নদী, ফুল, মাছ, পাখি প্রভৃতি। ■ শিক্ষিকা বা যত্নকারী গোল হয়ে বসে মজা করে শিশুদের ছোট ছোট গল্প শোনাবে তারপর শিশুদের গল্প চালিয়ে যেতে উৎসাহ করা হবে। আর শিশুরা থেমে গেলে শিক্ষিকা বা যত্নকারী সাহায্য করবে।	■ নতুন পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে পারবে; ■ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিনতে ও নাম বলতে পারবে; ■ দলে কাজের অভিজ্ঞতা তৈরি হবে; ■ অসম্পূর্ণ গল্প নিজে সম্পূর্ণ করতে শিখবে।
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	■ শিশুদের গোল করে বসিয়ে পেন্সিল, খাতা দিয়ে ইচ্ছেমতো অংকন করতে দেওয়া। ■ শিশুদের বৃত্তাকারে দাঁড় করিয়ে শিক্ষিকা বা স্বাস্থ্য শিক্ষিকা বা যত্নকারী তালে তালে হাততালি দিয়ে দেখিয়ে দিবেন,	■ ধারাবাহিক কাজের দক্ষতা তৈরি হবে। ■ চিন্তাশক্তির বিকাশ হবে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মূল্যবান, যত্নবান, সুরক্ষিত

	তারপর সবাই একসাথে তালি দিবে। এভাবে ছন্দে ছন্দে পর্যায়ক্রমে তালি দিতে থাকবে।	
সামাজিক বিকাশ	- শিশুদের লম্বা লাইন হয়ে রেললাইন বানিয়ে ঝিকঝিক করতে বলা। ‘ওপেনটি বায়োস্কোপ’ ছন্দে ছন্দে খেলার ব্যবস্থা করা।	- পালাক্রমে কাজের মনোভাব তৈরি হবে; - দলগত কাজ করার মানসিকতা তৈরি হবে; - প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে; - সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে।

প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায় (৪ বছর -৬ বছর)

শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহঃ

- শিশু স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারবে;
- নিজের কাপড়, জুতা নিজে পড়তে পারবে;
- নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতে পারবে;
- গান,নাচ, অংকন করতে পারবে;
- কোন জিনিস গণনা করতে পারবে;
- খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিজে নিজে খাবার খেতে পারবে;
- বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে পারবে;
- ছোট-বড়, উঁচু-নিচু বুঝতে পারবে।



শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক কার্যক্রমঃ

বিকাশের ক্ষেত্র	শিখন কার্যক্রম	শিখনফল
সামাজিক বিকাশ	শিশুদের লম্বা লাইন করে দাঁড় করিয়ে নিবেন শিক্ষিকা বা যত্নকারী, তারপর একটা দাগ দিয়ে বলা হবে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে যে দাগে আগে আসবে সে জিতবে। আর যে না লাফিয়ে থাকবে সে খেলা থেকে বাদ যাবে।	- আনন্দ পাবে; - দলীয় খেলার মনোভাব তৈরি হবে; - প্রতিযোগিতার মনোভাব হবে; - জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে; - শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হবে।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মূল্যবান, যত্নবান, সুরক্ষিত

ভাষাগত বিকাশ	- শিক্ষিকা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট দেখিয়ে শিশুদের বর্ণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষিকা উচ্চারণ করবেন ও শিশুদের উচ্চারণ করতে উৎসাহ দিবেন। - শিক্ষিকা বিভিন্ন কবিতা বা ছড়া বা গান শিশুদের সাথে জোরে জোরে বলবেন।	- বর্ণ সনাক্ত করতে পারবে; - শব্দ থেকে বর্ণ সনাক্ত করতে পারবে; - চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিনতে ও নাম বলতে পারবে;
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	- শিক্ষিকা বা যত্নকারীরা শিশুরা যে হাত দিয়ে ভাত খায় সে হাত তুলে দেখাতে বলবে। তারপর অন্য শিশুদের বলবে সে যে হাত তুলেছে সেটি কোন হাত, তারপর আরেক হাত তুলে জিজ্ঞাসা করবে সেটি কোন হাত, এভাবে একে একে সকলকে হাত উঁচু করে পুনরাবৃত্তি করা। - যত্নকারী বা শিক্ষিকা গোল হয়ে বসে শিশুদের প্রশ্ন করবে- “কোন সময়ে আমাদের বেশি গরম লাগে? কোন সময়ে বৃষ্টি হয়? কোন সময়ে আমরা সোয়েটার পড়ি?” প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে উত্তর শুনবেন এবং বিভিন্ন ঋতু সম্পর্কে শিশুদের জানাবেন। - বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের সম্পর্কে শিশুদের প্রশ্ন করবে- খাবার আগে ও পরে কোন কাজটি করা প্রয়োজন? শিশুদের হাত ধোয়ার উপকারিতা সম্পর্কে বলা ও হাত না ধুয়ে খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবে।	- ডান-বাম, ছোট-বড়, কম-বেশি চিহ্নিত করতে পারবে। - বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন ঋতুর পার্থক্য করতে পারবে; - খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ব্যক্তিগত কাজের ভালো মন্দ বুঝতে পারবে।

